বিষণ্ণ নাবিকের গান

ইরাবান বসুরায়

'বাবুবৃত্তান্ত' লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮-এ ১৯৮১ -তে দ্বিতীয় প্রকাশক; ১৯৮৮-তে তার দ্বিতীয় সংস্করণ, যার ভূমিকা লিখে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন সমর সেন। তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৯৯১ -তে। পুলক চন্দ্র সম্পাদিত 'প্রাসঙ্গিক' সংকলিত চতুর্থ সংস্করণও বেরিয়েছে দু'বছর আগে। অর্থাৎ সংস্করণভেদে নানা সংযোজনগুলি বাদ রাখলে মূল অংশটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে বত্রিশ বছর আগে। প্রথম প্রকাশের সময়ই পাঠক প্রবল ঔৎসুক্যে তাকিয়েছিলেন বইটির দিকে, সমালোচকরাও কলম শানিয়েছিলেন। কবি সমর সেন না হোক, 'ফ্রন্টিয়ার' - সম্পাদকের তুখোর ইংরেজি - লেখা কলমে বাংলায় কী ধরনের আত্মকথা লেখা হতে পারে— তা জানার আগ্রহ ছিল খুব স্বাভাবিক। শুরুতেই সমর সেন আত্মবিদ্রূপে পাঠককে সচকিত করেছিলেন, নিজেরই পুরনো একটি কবিতার শিরোনাম ধার করে 'আত্মকথা'-রর নাম দিয়েছিলেন 'বাবুবৃত্তান্ত'। নিজেকে 'বাবু' শ্রেণীভুক্ত করে সমর সেন কোনো শ্লাঘা অনুভব করেননি, বরং এই চিহ্নিতকরণে যেন এক বিবেকদংশনই কাজ করেছিল। জুলাই ১৯৪৩-এ প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তিনপুরুষ' -এ ছিল ওই কবিতাটি, তাতে ছিল মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীধর্মের তীব্র সমালোচনা। ১৯৪৩-এর বাস্তবতা ১৯৭৮-এ অনেকটাই বদলে যায় 'বাবু' শ্রেণীর মূল লক্ষণগুলি হয়ত একই রকম থেকে যায়, কিন্তু দেখার চোখ এক থাকে না। কবিতায় মধ্যশ্রেণীর মূল সুবিধাবাদী আত্মসমর্পণের চেহারাটিকে উন্মোচিত করেছিলেন সমর সেন, সে - উন্মোচনে ছিল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। আত্মকথার পিছন ফিরে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর ফেলে - আসা সময়কে, সেই সময়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছেন যে - মানুষেরা, তাঁদের শ্রেণীসত্তার চিহ্নগুলি স্পষ্ট, ইতিহাসের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হয়েছেন। সেই চিহ্ন নিয়েই। কিন্তু এবারে বিদ্রূপ ততটা তীক্ষ্ণ নয়। সে-বিদ্রূপের সঙ্গে আছে কিছুটা কৌতুক, আর কিছুটা করুণাও। তবুও এও এক বাবুবৃত্তান্ত— মনে হয়েছিল সমর সেনের। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-ইতিবৃত্ত তিনি রচনা করেছিলেন আত্মকথার সুবাদে, সে-ইতিবৃত্তে শ্রেণীপরিচয়কে গোপন করার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। যে-সময়কাল এই বইয়ে বিধৃত, সেই অস্থির ও উত্তেজিত সময়ে সমর সেন কোনো - না - কোনো ভাবে এক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন, নিজের সঙ্গে ছলনা করেননি, তবুও নিজেকে প্রায় সরিয়ে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তিনি লিখে গেছেন সময়ের কথা, অন্যদের কথা। এই সময়ে তাঁর স্বশ্রেণীর আচরণ অনেকসময়ই গা-বাঁচানো নাকউঁচু মানসিকতার ফল, স্মিত কৌতুকে সমর সেন তা লক্ষ্য করেছেন, তির্যক ভঙ্গিতে চিহ্নিত করেছেন এই 'বাবু' মানসিকতাকে, আর হয়ত ভেবেছেন তিনি নিজেও এর থেকে এগোতে পারেননি। তাই নিজেকেও ঢুকিয়ে নিয়েছেন এর মধ্যে। নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাকেও দেখছেন আর পাঁচজনের মতো করেই, বাইরে থেকে। 'বাবুবৃত্তান্ত' বারবার পড়ার মতো রচনা অবশ্যই, তবু বর্তমান সংস্করণ আকর্ষক হয়ে ওঠে পুলক চন্দের সম্পাদনার কারণে, 'প্রাসঙ্গিক' অংশটির জন্য। আর এই-বই আবারও ফিরে পড়তে হচ্ছে পুলকেরই সম্পাদিত আকেরটি বই 'অপ্রকাশিত সমর সেন— দিনলিপি ও জুজুকে'র জন্য। দুটি বই একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে ব্যক্তি সমর সেনকে যেন অনেকেটাই জানা হয়ে যায়

'বাবুবৃত্তান্ত' লেখা হয়েছিল ১৯৭৮-এ, অসুস্থতার কারণে গৃহবন্দী থাকার সুবাদে। সমর সেনের এই কৈফিয়ৎ থেকে মনে হতে পারে কিছুটা হাল্‌কা মেজাজেই এ-লেখার পরিকল্পনা হয়েছিল। খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি লেখক। লেখা হয়ে যাবার পর পাঠকের অবশ্য সে - কথা মনে হয় না। এর আগেই জরুরি অবস্থার সময় সমর সেন ডায়েরি লেখা শুরু করেছিলেন—ইংরেজিতে। 'বাবুবৃত্তান্ত'-র সঙ্গে এখানেই একটা বড়ো তফাৎ হয়ে যায়। 'বাবুবৃত্তান্ত' - এ সমর সেন কথক, নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে অন্যদের কথা বলে গেছেন। আর ডায়েরিতে সম্পূর্ণ নিজের কথা। 'বাবুবৃত্তান্ত' লেখা হয়েছিল পাঠকের জন্য, ডায়েরি লেখা হয় নিজের জন্য। পুলক চন্দ 'অপ্রকাশিত সমর সেন...' —এ দুটি ডায়েরি প্রকাশ করেছেন, দ্বিতীয়টি বাংলোয় লেখা, 'বাবুবৃত্তান্ত' রচনার কয়েকমাস পরেই শুরু হয়েছিল। বাংলায় গদ্য রচনার অভ্যাস ছিল, চর্চা প্রায় কোনো সময়েই ছাড়েননি তিনি। তাঁর সৃজনধর্মী বা সমালোচনামূলক গদ্যের প্রধানতম অংশেরই ভাষা বাংলা, তবু যে প্রথম ডায়েরিটি ইংরেজিতে লেখা, তার কারণ হয়ত ওই সময় 'ফ্রন্টিয়ার' সম্পাদনার সূত্রে ইংরেজিচর্চার পরিমাণই বেশি। আর ডায়েরিতে নিজের মুখোমুখি হবার চেষ্টা কতটা যুৎসই হবে সে-ব্যাপারে হয়ত তাঁর কিছুটা সন্দেহ ছিল। নাকি তাঁর মনে হয়েছিল ডায়েরিতে আত্মউন্মোচনের চেষ্টা আমাদের আতিশয্য ঘটতে পারে, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার বাক্‌স্পন্দের পার্থক্য খেয়াল রেখে সেই আবেগের আতিশয্যকে সংযত রাখার উপায় হিসেবে ইংরেজিকেই বেছে নিয়েছিলেন। অথচ কেজো প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজি লিখতে তিনি খুব একটা আগ্রহ বোধ করেননি; ইংরেজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড নম্বর পাওয়া সমর সেন ১৯৮৫ -তে মেয়ে জুজুকে চিঠিতে লিখেছেন নাতনির প্রসঙ্গে— '...ইংরেজিতে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না ও যেন কিছু মনে না করে।' সেই চিঠিতেই নাতনিকে লিখছেন 'ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বেশ অস্বস্তি হয়, তাই খুব ইচ্ছে থাকলেও তোকে লেখা হয়ে ওঠে না।' উনিশশতকীয় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতো। তাঁরা অনেকেই সাহিত্যচর্চা মাতৃভাষায় করলেও চিঠি লেকার সময় ইংরেজির আশ্রয় নিতেন। সমর সেন অবশ্য অস্বস্তি থাকলেও নাতনিকে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন ইংরেজিতে। এই ইংরেজিতে লেখা ডায়েরিটির ধরণটিও লক্ষ করার মতো। কখনো শুধু কোনো নামের উল্লেখ, কখনো সামান্য ইঙ্গিত—যা থেকে সাধারণ পাঠকদের কোনো কিছু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সম্পাদক পুলক চন্দের ভাষায় '...হয়ত হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল—জরুরি অবস্থার টুঁটি - চেপে - ধরা সময়, এই ক্রমশ বাতাস - ফুরিয়ে - আসা আবহ এসবের একটা ধারাভাষ্য নিজের জন্য, একান্তই নিজের মতন করে হলেও কোথাও রেখে যাওয়া দরকার।' তাই বিস্তারের প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। শুধু নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কয়েকটা সূত্রই রেখে গেছেন ডায়েরির পাতায়। পরে কি ওইসব সূত্র, ইঙ্গিত থেকে কোনো বিবরণ, কোনো লেখা তৈরির কথা মনে ছিল তাঁর। 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ আছে। পরে লেখা একটি

প্রবন্ধে তো বেশ স্পষ্ট করেই আছে জরুরি অবস্থার কথা। ফলে ওই সংক্ষিপ্ত উল্লেখে সমর সেনের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, সমস্ত প্রসঙ্গই তাঁর জানা, অনেক কিছুই প্রকাশ করতে না পারলেও, সাংবাদিকতার সূত্রে, ফ্রন্টিয়ার - সম্পাদকের কাছে পৌঁছত অনেক খবরই - পরে শুধু স্মৃতিকে উস্‌কে দেওয়ার জন্য ওই ইশারাগুলো দরকার ছিল। কিন্তু ডায়েরি যখন প্রকাশ হয়, তখন পাঠকের উশখুশনি বাড়ে, অথচ সে নাগাল পায় না। এখানেই সম্পাদকের দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব পালনে পুলক চন্দ্রর মতো যোগ্যজন কমই আছেন। অসীম ধৈর্যে ও যত্নে পুলক পাঠকের অজানিত ও অভাবিত নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে সাজিয়ে দিয়েছেন— যা থেকে ডায়েরির নানা উল্লেখকে কিছুটা বুঝে নিতে পারবেন পাঠক।

বস্তুত ইংরেজি ডায়েরিটিকে যথার্থ অর্থে ডায়েরি বলা যাবে কিনা সন্দেহ, জার্নাল তো নয়ই। এই ডায়েরিটিকে কোথাও নিজেকে উন্মোচনের চেষ্টা নেই। নেই ব্যক্তি - আমির কোনো সংযোগন উচ্চারণ। আছে শুধু ঘটনা বা খবের সামান্য ইঙ্গিত। কোনো প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ। আত্মপ্রসঙ্গে সমর সেন কুণ্ঠিত ছিলেন, 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ তা বোঝা গেছে। কিন্তু ডায়েরি তো আত্মপ্রচার নয়, আত্মবিশ্লেষণ। সমর সেনের মতো আত্মসচেতন ব্যক্তি, যাঁর কবিতায় সেই আত্মসচেতনতার তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে, নিজেকে কখনো রেয়াৎ করেননি যিনি, তাঁর কাছে তো অন্যরকম প্রত্যাশা জাগতেই পারে। আসলে এই ডায়েরিটির মনে হয় ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, বলা যায় এগুলি কিছু 'নোট' -মাত্র। জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে প্রকাশ্যে অনেক কথা বলা যাচ্ছিল না। ভবিষ্যতে যদি তার বলার সুযোগ হয়, হয়ত তা ভেবেই কোনো কোনো চিহ্ন রেখে যাচ্ছিলেন সমর সেন এই ডায়েরিতে। অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল না বলেই সেখানে আর নিরে মনকে মেলে ধরেননি তিনি। এই ডায়েরির লেখা কেমন ! দু-একটা নমুনা দেখা যেতে পারে— 'UBi, Traffiic diversion because of S.G. Pradyut & ADG rang up. At ADG's. S.G. -...' (February 21, 1976), 'Went to L.I.C. Supreme Court Judgement Published. Stayed at home. Blank' (April 29, 1976) 'One or two Galley's (July 22, 1976) বা Not much to do (October, 1976). কোনো কোনো দিন শুধুই কয়েকটি নাম। সম্পাদক পুলক চন্দ জানাতে পারেন S.G.- কে, সুপ্রিম কোর্টের কোন্ রায়ের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সমর সেনের প্রতিক্রিয়া তো তাঁর জানার কথা নয়। সমর সেন নিজে তা ব্যক্ত কেনেরনি। অথচ এই উল্লেখগুলি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল, তা নাহলে সযত্নে তিনি এগুলি লিখে রাখতেন না। বারে বারেই তাই মনে হয় এ-ডায়েরির প্রতিটি লাইনই, প্রকাশের সম্ভবনা নেই জেনেই, নিজের বোঝার জন্য অথবা ভবিষ্যতের কোনো লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তিনি সাজিয়ে রেখেছিলেন। মন্তব্য যে একেবারেই করেননি তা নয়, সেইসব মন্তব্যে কখনো কখনো একধরণের হতাশা উঁকি মারলেও, সমর সেনীয় চারিত্র্যই উঁকি মারে। পরপর কয়েকদিন একসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলি দেখার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৭ মে 'অযান্ত্রিক' দেখে লিখছেন— 'Saw Ajantrik, It's a pity one didn't see more of Ghatak when he was alive. Sound symbols- the death rattle of the car. The boy pressing the horn. The Oraon girls-how freely the move and love. Contrast with Kajal's fate. ৯ মে লিখছেন। '...Meghe Dhaka Tara...Sentimental but moving. But what link has it with the " Great Mother" theme a claimed by Ritwik'. এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের পরেই ঋত্বিকের একদা - সহকারী চিত্রপরিচালক অজিত লাহিড়ি সম্পর্কে তাঁর তির্যক মন্তব্য 'It seems the Ajit Lahiri learnt nothing from his association wiht ritwik' দুদিন পরে, ১১মে লিখেছেন 'Komal Gandhar. Much too lang, gth main love story is pretty Senimental & Unreal. Theatre Secenes Convincing. The Sentimantal Slash about Partion is uncovincing...' আর 'তিতাস একটি নদীর নাম' সম্পর্কে ১২ মে লিখেছেন— '^^^Titas ekti nadir Nam. Impressive, but the second part - disintegration of the Communit - was a bit hurried - perhaps because of Ritwrik's illness.' ডায়েরির এইসব সচকিত মন্তব্য ধরা পড়ে একজন প্রকৃত সমঝদারের দৃষ্টিভঙ্গি, সাংবাদিকসুলভ হলেও মন্তব্যে আছে রসভোক্তার গভীরতা। এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে অন্যত্র ঋত্বিক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। এই ডায়েরি কয়েক মাস পরেই তিনি লিখেছেন— 'তিতাস একটি নদীর নাম ঋত্বিক ঘটক কীভাবে তুলেছিলেন সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর। ...বঙ্গভঙ্গ নিয়ে কোমল গান্ধার-এ তাঁর আতিশয্য খারাপ ঠেকে। বিশে, করে একটি দৃশ্যে সেখানে ধর্ষিতা রমণীদের প্ররোচনায় পুরুষেরা লাঠি বল্লম নিয়ে প্রতিশোধ নেবার সামপ্রদায়িক উত্তেজনায় বেরিয়ে পড়ে। একটা বোঝা মার্কসবাদীর পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ঘটকের প্রতিভা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ— কিছুকাল আগে অনেক বয়সে তাঁর কয়েকটি ছবি দেখি। এক্ষেত্রে তংার অনেক উক্তি সম্প্রতি পড়েছি, যেগুলি ঠিক সংহত নয়।' (প্রস্তুতিপর্ব, অক্টোবর ১৯৭৬/বাবুবৃত্তান্ত)। তাঁর আরেকটি মনতব্য অবশ্য তর্কসাপে। '...ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক অনেক বছর পরে দেখে মনে হল ১৯৫২ -তে তোলা ছবিটি আগে মুক্তিলাভ করলে পথিকৃৎ তাঁকেই বলা হতো।' —একথা লিখেছেন 'দেখে ছবি' -তে ১৯৭৭ -এ (বাবুবৃত্তান্ত। এখানেই বলেছেন '...ঋত্বিক ঘটক স্টেজ থেকে সিনেমায় যাওযাতে প্রথম ও অন্যান্য দু-একটি ছবিতে অতি নাটকীয়তা আছে। ...ঋত্বিকের ভঙ্গি প্রখর, সরব,... ।' ডায়েরিতে যখন লিখছেন ঋত্বিক সম্পর্কে, তখন সদ্য তিনি ছবিগুলি দেখেছেন, পরে বলেছেন বিষয়ে আমার বিবেক দশংন হয়। তাঁর জীবদ্দশায় যখন দেখা হতো মাঝে মাঝে, তখন তাঁর প্রতিভা সম্ভন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না, একটা নাক উচুঁ ভাব ছিল। ...বেশ কয়েকজন শিল্পী প্রগতি ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ঋত্বিক, অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও, ভেজাল ছিলেন না।' (দেখা ছবি, ১৯৭৭/বাবুবৃত্তান্ত)। এই প্রবন্ধটিতে নানা সিনেমা দেখার কথা আছে, আছে সত্যজিৎ, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, সাথ্যুদের ছবির কথা— সমালোচনা নয় ঠিক, টুকরো মন্তব্য।

ডায়েরিতে ঋত্বিক - প্রসঙ্গের দুদিন পরেই সুরূপা গুহর মৃত্যুপ্রসঙ্গ। সংবাদপত্রে উৎসাহের উল্লেখের সঙ্গেই তিনি মনে রাখেন 'The Other topic was Ritwik' (may 14, 1976). তেমনি ২৪ মে-র ডায়েরিতে নিজের লেকা নিয়ে তাঁর বাবনা— ''Alok Gupta (quoting my poems way not bring out kayekti kabita? Not a bad idea.) সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' বা তাঁর অন্য - কোনো কাব্যগ্রন্থেরই দ্বিতীয় সংরক্ষণ হয়নি তাঁর জীবদ্দশায়, শুধু 'সমর সেনের কবিতা' নামক সংকলনটিই পাওয়া যেত। তাঁর মৃত্যুর দেড়বছর বাদে সবকটি কাব্যগ্রন্থেরই পাঠান্তর - সংবলিত সংস্করণ

প্রকাশিত হয়। আরে কেন হয়নি, সে - রহস্য অজানিত, অথচ সমর সেন তো প্রথম দিন থেকেই বাংলা কবিতার এক প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত।

ওই দিনের ডায়েরিতে আবার সুরূপা গুহ প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'Guhas arrested,. don't know why, felt upset. Is it because they are affluent or because I smell a CPI school Conspiracy?' —এর ব্যাখ্যা অবশ্য সম্পাদকের পক্ষেও দেওয়া সম্ভব নয়। এই মৃত্যু - সংক্রান্ত খবরের সূত্রে পরের দিন সাংবাদিকতাবৃত্তিতে তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানান সমর সেন, কারণটাও বুঝে নেন— 'Papers full of the Guha case, Found Basumati valgar. This is the way an apolitical people are taking to court cases,' (May 25,1976).

জরুরি অবস্থার সময়ের ডায়েরি, সেন্সরশিপের তাড়নায় সকলে ব্যতিব্যস্ত, তাই অধিকাংশ দিনই তাঁর লেখা জুড়ে রয়েছে পত্রিকাসম্পর্কিত চিন্তা, উদ্‌বেগ, সেন্সর, প্রুফ দেখার কথা। দিন যত এগিয়েছে ডায়েরি লেখার পরিনাম কমতে আসতে শুরু করেছে। তার মাঝেই আছে শিল্পসাহিত্যের কথাও। 'P's criticlsm of the article on Jana Aranya...Earlier Hiten'too talked about Ray...Read the Mrinal Sen article on Ray- @kurnis' in every para, servile flattery! And what is his point? (July 26, 1976). ডায়েরিতেও সমর সেন সমর সেনই। 'জনঅরণ্য' প্রসঙ্গ ডায়েরিতে আগে একবার এসেছে। শিল্পী- সাহিত্যিকদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধি বৈঠক করেন কলকাতায়। সেই প্রসঙ্গে সমর সেন ডায়েরিতে লিখেছেন 'Mrs. G's meeting with writers and artists. What is the use of Jana - Aranya?' "Cynism" etc. Cynism and matter against apriation of the people should be cat out' (March 3, 1976). 'জন অরণ্য' সম্পর্কে মন্তব্যটি অবস্য ইন্দিরা গান্ধি করেননি করেছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়, পূর্ণেন্দু পত্রীর কাছে। অন্য মন্তব্য অবশ্য ইন্দিরারই। এরপর সমর সেন লিখে রেখেছেন— 'The baboos of Calcutta are a Shameless lot.' ১১ মার্চে আবার 'Jana Arranya, inevitably' তার সঙ্গে আছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর কথা, মাদার কারেজ চলচ্চিত্রের কথা, ঈদিপাস রেসের কথা। মাদের কারেজের বের্লিনের অঁসেম্বল প্রযোজনার চলচ্চিত্ররূপের কথা আছে পরের দিনের লেখাতেও। ১১ মার্চে আছে তিক্ত, মন্তব্য— 'The Bengali left has proved itself to be worhiless.' আরও পরে লিখেছেন— 'What's happening in W.bengal? why this "Calm"?' (September 16, 1976).তবু ডায়েরি লেখার কি আর উৎসাহ পাচ্ছিলেন না? সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়েছে লেখা, একদিন এক লাইন, কি দু-তিনটি শব্দ, কখনো শুধু দু-একটি নাম। ১৮ সেপ্টেম্বর শুধু লিখছেন—'Was too b', সম্পাদকের সংগত অনুমান অসম্পূর্ণ শব্দটি 'busy' ২৩ সেপ্টেম্বরে লেখা 'was too busy to enter anything.'যেন লেখা শুরু করেছিলেন বলে কর্তব্যবোধে এটা জানান দেওয়া। পত্রিকাও তো সংকটে– 'Time to think of the financial aspect. Without ads. it's difficult to carry on' (Octber 5, 1976). কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা হতাশায় ছিলেন 'People getting mailed copy a week later. decided not to bring out the Now. 6 issue.' (Octber 30, 1976). কিছু বিরক্তি, কিছুটা হতাশায় লিখছেন 'People getting mailed copy a week later. Decided not to bring out now. 6 issue.' (Octber 30, 1976). তারপর নভেম্বরের ১,২,৩ তারিখে একই কথার পুনরাবৃত্তি, একটিমাত্র বাক্য— 'Took it easy.' নিকেজে স্বস্তনা! লেখার কিছু নেই, ৮ নভেম্বরে সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ একজনের অনুপস্থিতির, এরপর আর লেখেননি ডায়েরি। তখনকার মতো এই শেষ।

পাঠক হিসেবে এই ডায়েরি থেকে লাভ, একজন সজাগ, সচেতন, সমাজ ও রাজনীতিমনস্ক 'ইনটেক্চুয়াল' হিশেবে সমর সেন জরুরি অবস্থার দমচাপা দিনগুলিতে কী করছেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া। তাঁর ভাবনাচিন্তা অনেকটাই আবর্তিত তাঁর পত্রিকাকে ঘিরে, যে-পত্রিকা বহুজনের কাছেই ছিল নির্ভীক সাংবাদিকতার আদর্শ। নিজেকে যে খুব একটা উন্মোচিত করেননি, সেকি আত্মপ্রসঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক কুণ্ঠা, নাকি জরুরি অবস্থার সময় নিজের কথা বলাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল বিলাসিতা?

সাতাত্তরের মার্চে জরুরি অবস্থার অবসান, তার একবছর পরে লেখা হলো 'বাবুবৃত্তান্ত'। বাগবাজারি শৈশব, কৈশোর, বেহালায় কাটানো তরুণ বয়স, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, 'কবিতা ভবন' -এর সান্নিধ্য, অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, মস্কোয় অনুবাদকের কাজ, ফিরে এসে আবার সাংবাদিকতা— সবই ছুঁয়ে গেছেন সেখানে, অদ্ভুত নির্লিপ্তির সঙ্গে। নিজেকে সরিয়ে রেখে নিজের কথা বলার আশ্চর্য উদাহরণ। 'বাবুবৃত্তান্ত'। হয়ত 'আত্মকথা'-র কাছে পাঠকের যে প্রত্যাশা তা একটু ক্ষুণ্ণই হয় এখানে। কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেও বাংলা কবিতার সমর সেন একটা বড়ো জায়গা পেযে গেছেন, সে শুধু তাঁর গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, বহুনিন্দিত 'অবক্ষয়'কে কীভাবে কবিতায় চিহ্নিত করা যায়, কীভাবে তথাকথিত প্রেম– উচ্চারণকে প্রত্যাখ্যান করে কবিতায় এনে দেওয়া যায় কাঠিন্যের সুষমা, সেই উদাহরণ হিসেবেও। 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ নিজের কবিতা সম্পর্কে সমর সেন অত্যন্ত মিতবাক্ যেন তা কেবলই একটা ঘটে -যাওয়া অধ্যায় মাত্র। কেন এভাবে নিজেকে সরিয়ে রেখে সময়ের ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন সমর সেন? সংকোচ, না কি ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ততটা আস্থা না থাকা! '...ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবিশে, বাদ দিলে দেশ ও দশের কী ক্ষতি?' 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ এই উপলব্ধির উচ্চারণের পরই ওই একই পরিচ্ছেদে আবার তিনি জানান 'কয়েকজনের প্রভাব আমার (একদা) সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় ব্যাপক কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা চেপে যাওয়া ভালো। মধ্যবিত্তের দৌড় সুবিদিত।' হয়ত দুটো কারণই কাজ করেছে 'বাবুবৃত্তান্ত' -এর বিশেষ ধরণের পিছনে। কিন্তু 'মধ্যবিত্তের দৌড়' বলতে সাহসের অভাব তাঁর হয়নি। মনে হয় স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে সমর সেন কিছু প্রসঙ্গ এড়িয়েছেন, ভারতীয় লেখক ও পথিকের রুচি ইওরোপীয় বা মার্কিন রুচির সঙ্গে তুলনা করা চলে না, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ধারণাও এদেশ ও পাশ্চাত্য আলাদা।

'বাবুবৃত্তান্ত' লেখার আগেই রাজনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। জরুরি অবস্থার অবসানে নির্বাচনে ইন্দিরা ও কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট। 'বাবুবৃত্তান্ত' -এর অন্য কয়েকটি লেখায় সমর সেন সেই সময়কে ছুঁয়ে গেছেন। এইসব ফিচারধর্মী লেখাগুলির কোনোটি জরুরি অবস্থার আগেই লেখা, তখনই বুদ্ধিজীবীদের

প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন— 'যাঁরা সইয়ে নেন আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই তাঁরাই বাজারমাৎ করে রেখেছেন।' সমর সেন এই 'সইয়ে নেওয়া'-র দলভুক্ত হতে পারেননি কোনোদিন, জোড়তালি দেওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না, ফলে 'তাঁরা না ঘরের, না বাইরের।' অন্যান্যরা! '...বর্ধমানের সাঁই - ভ্রাতাদের জন্য এতো বিলাপ অথচ জেলে ও রাস্তায় অসংখ্য লোকের হত্যার ব্যাপারে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী প্রভু বুদ্ধের মতো নির্বিকার। তাঁরা ধর্ম ও কংগ্রেসের শরণ নিয়েছেন।' (চন্দবিন্দু বাদে, আগস্ট ১৯৭২), আটত্রিশ বছর পরেও এই মন্দব্যকে একই রকম সত্য বলে মনে হয়, শুধু ধর্ম ও কংগ্রেসের বদলে কেউ হয়ত চিদাম্বরম ও সিপিআই (এম) বাসাতে চাইবেন। তবু তো সমর সেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধদেবর দেখেননি। তাঁরা ধর্ম ও কংগ্রেসের শরণ নিয়েছেন।' (চন্দ্রবিন্দু বাদে, আগস্ট ১৯৭২), আটত্রিশ বছর পরেও এই মন্তব্যকে একই রকম সত্য বলে মনে হয়, শুধু ধর্ম ও কংগ্রেসের বদলে কেউ হয়ত চিদাম্বরম ও সিপিআই (এম) বাসাতে চাইবেন। তবু তো সমর সেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের দেখেননি। বিবেক-দংশনের কথা তুলেছিলেন তিনি এই প্রবন্ধে, জরুরি অবস্থার সময়ে লেখা 'প্রস্তুতিপর্ব' প্রবন্ধে তাঁর মনে হয়েছিল এই বিবেকদংশনেই 'অনেক ব্যক্তিগত দুর্বলতা এমনকি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও কাটিয়ে উঠতে পারতেন', যদি কোনো সার্থক বিপ্লবী রাজনীতি থেকে থাকত। পারতেন কি? এই প্রবন্ধ লেখার সময়ই তাঁর ডায়েরি লেখা বন্ধ হয়ে আসছে— সার্থক বিপ্লবী রাজনীতি না থাকার হতাশা ব্যক্তিগত ভাবনাতেও ছায়া ফেলে নিশ্চিয়।

সাতাত্তরের মে মাসে লেখা 'রবুরি অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা'-য় তিনি লিখেছেন— '...এখানকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের লোকের নাড়ীর সম্পর্ক বলতে গেলে নেই।' তাঁর স্পষ্ট উপলব্ধি 'যে - দেশে মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা এখনো চালু হয়নি, ইংরেজির মোহ ও প্রাধান্য এখনো প্রবল, সেখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সেখানে অনেকটা আত্মকণ্ডুয়নের মতো।' তাঁর নিজের কি আত্মসংশয় বা অস্বস্তি ছিল, বা বিবেকদংশন, বিপ্লব বা বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক দুটি কাগজে, প্রথমে 'নাও' পরে 'ফ্রন্টিয়ার' ইংরেজিতেই বার করতে হতো বলে! বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার ব্যতিক্রম তখনো ছিল, সাতাত্তর থেকে দুহাজার দশে অবস্থা আরেকটু বদলেছে হয়ত। 'সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম - লালগড়' -এর অভিজ্ঞতা তাই বলে, তবে তাঁর লেখার মূল প্রতিপাদ্য বোধহয় একই রয়ে গেছে। তিনি জানতেন, এখনো সবাই জানে—'বুদ্ধিজীবীদের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করা উচিত— তবে সেটা এখন পর্যন্ত স্বপ্নবিলাস।' অবশ্য এ-কথাটা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কী ধরণেক কাজ করতে পারেন। অন্তত সমর সেন কী ভেবেছিলেন তা স্পষ্ট নয়, ফলে এ -মন্তব্যে কেউ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুরণন খুঁজে পেতে পারেন।

সমর সেনের নিজের পরিচয়ও তো বুদ্ধিজীবী বলেই— জীবিকার প্রশ্ন বাদ দিয়ে; অথবা তিনি ছিলেন খাঁটি অর্থে ইনটেলেকচুয়াল। ইনটেলেকচুয়াল হওয়ার একটা শর্ত নিশ্চয়ই নির্মোহ মনন, নিরপেক্ষ বিচার বা মূল্যায়নের ধারণা। আরও অনেকের মতোই সমর সেনও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন। শান্তিনিকেতনে গেছেন, যথেষ্ট আবেগবিহ্বল ভাষায় চিঠিতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে '...ভবিষ্যতে আবার বিরক্ত করার সৌভাগ্য এবং আনন্দ হতে নিশ্চয় বঞ্চিত হবনা।' বা শেলি অনুসরণ করে '...সুদূর তারকার জন্য আমাদের মত পতঙ্গের তৃষা মাঝে মাঝে হলে নিশ্চয়ই মাপ করবেন।' নিজের কবিতায় অকৃপণভাবে রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি ব্যবহার করেছেন, তিনিই আবার নিঃসংকোচে জানানেত পারেন 'শেষের কবিতা চালিয়াতি মনে হয়েছিল।' তাঁর লেখা আটদশ লাইন 'চার অধ্যায়' -এর সমালোচনা পড়ে বুদ্ধদেব বসু বটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন চ্যাংড়া সমালোচকটি কে? লেখাটি বেরিয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকায়। আবার রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন 'গদগদ ভাষায়' —এসবই সমর সেন লিখেছেন 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ । মার্ক্সবাদী ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু 'দিল্লিতে কম্যুনিস্ট পার্টি ও পার্টির নান ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন' না হলেও তাঁর মনে হয়েছিল 'রাজধানী বলে সমস্ত ব্যাপারটা কিছুটা শৌখিন ছিল।' খুব স্পষ্ট করেই তিনি জানাতে পারেন 'আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না।...তার চেয়ে মাঝে মাঝে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখতে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে।' সরোজ দত্ত অবশ্য এই 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে।' সরোজ দত্ত অবশ্য এই 'বিপ্লবী' কবিতার প্রসঙ্গে টেনেই তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন তীব্র ভাষায়, 'অগ্রণী' পত্রিকায়। ব্যঙ্গটা নিজেকে, কিন্তু স্বীকারোক্তির সততার সঙ্গেই এতে মিলে থাকে স্বশ্রেণী মূল্যায়ন। এটা পড়তে পড়তেই পাঠকের মনে পড়বে 'বাবুবৃত্তান্ত' লেখার আগেই 'নাও' ও 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার প্রকাশ, যে পত্রিকাদুটি অতন্তত বিপ্লব - সম্পর্কীয় ভাবনাচিন্তায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। সেটা কি সমর সেন আদৌ যথেষ্ট মনে করেছিলেন! 'এ পর্যন্ত বৃত্তান্ত পড়ে পাঠকরা বুঝবেন যে জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল না, পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত।...আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো— এবং কখনো হয়— যে বিপ্লবকে হেয়ে করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সম্বন্ধয় আনতে না পারলে বড় জোড় 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালনো যায়। কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না।' —'বাবুবৃত্তান্ত'- এ এই স্পষ্ট উচ্চারণ অবশ্য নতুন ঠেকে না, অনেক আগেই সরোজ দত্তর সমলোচনার জবাবে 'অগ্রণী' পত্রিকায় 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা'য় তিনি লিখেছিলেন '...জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করিনি...', '...আমার প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতা কি আমার নিজের কবিতা সম্পর্কে 'বিপ্লবী' বিশ্লেষণ একেবারেও ব্যবহৃত হয়নি...'। ভাবের ঘরে চুরি করার সমমর সেনের অভ্যাস ছিল না। 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ সংকলিত 'উড়ো খৈ' -এর লেখাগুলি পড়লে সে-কথা আরও স্পষ্ট হয়।

নিজেকে আড়ালে রেখে আত্মকথা রচনার এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সমর সেন তুলে ধরেছিলেন সময়ের ইতিহাস, সে-ইতিহাসের রচয়িতাদের মধ্যে তিনিও তো একজন। কবিতা লেখা স্বেচ্ছায় চেড়ে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠার চরম লগ্নেই, সে তাঁর অসামান্য সততার পরিচয়; মার্ক্সবাদ, বিপ্লব, রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহ সত্ত্বেও আপ্তবাক্যে একমাত্র ভরসা রাখা তাঁর স্বভাবে ছিল না। 'তাঁরপর ১৯৪১ -এর ২২ জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধে পরিণত হলো। ব্যপারটা ছকে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। য়ক ঠিক হবার পর সব ঠিক। নবীন উদ্দীপনায় জনযুদ্ধের কবিতা লেখা চলল।...সংবাদের চাপে, দেশের দাঙ্গাহাঙ্গামায় আস্তে আস্তে কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে এলো—ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল।' (উড়ো খৈ, ১৯ অক্টোবর ১৯৭৭)। ছকে ফেলা যায়নি তাঁকে।

'বাবুবৃত্তান্ত' -এ নিজের অবস্থান নিয়ে কৌতুক বা সমালোচনা আছে। হাল্কা মেজাজে লেখা হলেও তার অভিঘাতটা খুব হাল্কা নয়। এই বই লেখার কয়েকমাস পরে সমর সেন আবার ডায়েরি লেখা শুরু করেন, এবার বাংলায়। অনুমান করা যায় 'বাবুবৃত্তান্ত' -এর সাফল্য তাঁকে ভাবিয়েছিল, অন্তরঙ্গ উচ্চারণ মাতৃভাষাতেই সংগত। নিয়মিত ডায়েরি রাখতেন না তিনি, তবু ইংরেজি ডায়েরিটি লেখার কারণ অনুমান করা যায়। জরুরি অবস্থার সময় প্রকাশ্য মতবিনিময় যখন বিপজ্জনক, তখন কোথ্যা তো নিজের জন্যই কিছু লিখে রাখতে হয়। তাই হঠাৎই ওই ডায়েরি লেখা। ১৯৭৯ -তে আবার ডায়েরি লেখায় ফিরলেন কেন তিনি! দু-বছরও হয়নি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। প্রতিবেশী বাংলাদেশে ঘটে গেছে নানা পরিবর্তন, কেন্দ্র রাজনৈতিক স্থিরতার সন্ধান নেই। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার কয়েকমাসের মধ্যেই লিখেছিলেন।— 'যদি বলেন সি.পি.এম. নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলবে সেই আশায় থাকুন। সে গুড়ে বালি।' (উড়ো খৈ, ১৪ আগস্ট ১৯৭৭)। আর সেই ডায়েরি শুরু করার আগে থেকেই তো বামফ্রন্টের বড়ো শরিকের ক্ষমতামদমত্ততার প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। 'ফ্রন্টিয়ার' তো আছেই, সেখানে নানাভাবে চলিষ্ণু ঘটনাবলি সম্পর্কে সমর সেনের মতামত ধরা পড়েছে। তাঁর নিজের কলমে না হোক, সম্পাদকের সম্মতিতে ছাপা নানা সম্পাদকীয়তে। কিন্তু সেসব তো একধরণের যৌথভাবনার ফসল। তার বাইরেও থেকে যায় একবারে নিজস্ব কিছু ভাবনা, সেজন্যই কি এই ডায়েরি। রিজি ডায়েরিটির সঙ্গে বাংলা ডায়েরির বেশ কিছু টা পার্থক্য আছে। এই ডায়েরিটি একটু বিস্তারিত। এখানে পাওয়া যাবে তাঁর আড্ডার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, প্রথম দিনের উল্লেখেই জানা যয় সেদিনের আড্ডার বৈশিষ্ট্য, 'গল্পের বিষয়— রণজিৎ ও মেথসিল্ড, মেরি টাইলার, ম্যালকম কণ্ডওয়েলের মৃত্যু (কাম্বোডিয়ায়), পশ্চিমবঙ্গ সরকার...'। সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 'অশোক রুদ্র-র আবিষ্কার যে 'জোতদাররা মহাজন নয়'। ব্যক্তি সমর সেনকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগা বেশ স্পষ্ট করেই উচ্চারিত এই ডায়েরিতে এবং সেখানে অলসতার স্বীকারোক্তিও আছে এখানে। এখানে আছে 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী' প্রসঙ্গে সত্যজিৎ ও রাজবন্শের সংক্ষিপ্ত লেখা 'Convincing...' (January 8, 1979). সেইসঙ্গে 'ম্যাকবেথ' পড়া, ভিয়েতনামের আক্রমণে কাম্পুচিয়ার রাজধানী নম্পেনের পতন প্রসঙ্গে বন্দুর সঙ্গে তর্কের কথা। আবার ওইদিনই গড়িয়াহাটে রাস্তা খোঁড়ার ফলে ট্রামলাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলালের কথাও আছে। পরের দিনের লেখায় উত্তর পূর্ব অঞ্চলের গণ্ডগোল, জেলের প্রসঙ্গ ইত্যাদির পাশে যেন নিজের পুরনো অনুবাদ পনার কথা আছে, তেমনি আছে পারিবারিক কথাও— 'বাণ্ডিলের পাগলামি শেষ হয়নি।' আবার ১০ জানুয়ারির ডায়েরিতে রাজবন্দীদের বিষয়ে কথাবার্তা, চীন, আমেরিকা, কাম্পুচিয়া নিয়ে তর্কে কথার সঙ্গেই বিস্তারিত ভাবে আছে মেয়ের চিঠি পাওয়ার কথা। 'ম্যাকবেথ' পড়ে শেষ করার কথা, নিজের অনুবাদ প্রসঙ্গে দীর্ঘ মতামত, আর লেখা আছে 'অনেকদিন পর Leningrad Symphony- র কিছুটা ও Prokofirer-এর (খুব সম্ভব) 1st Symphony-র অংশ বাজালাম।' একটু যেন এক না- চেনা সমর সেনকে পাওয়া যাচ্ছে এখানে। বাইরের জগৎ আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন এখানে। খুব অসংকোচে পারিবারিক সদস্য বা বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত জানাচ্ছেন, সেইসঙ্গে ঈষৎ কৌতুকও করেছেন নিজেকে নিয়ে—'এ বছর এখন পর্যন্ত লিভারকে বেশ বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে।' (January 11, 1979), 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সূত্রে দেশীবিদেশী বন্ধদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, সে-আলাপে রাজনীতির কথা থাকে, অপারেশন বর্গা, জেলফেরৎ নকশালপন্থী নেতারা—সবই আসছে তাঁর ডায়েরিতে প্রায় বিরল। ১৬ জানুয়ারিতে লিখছেন অনেকটাই —'গৌরীবাবুর প্রবন্ধ— চীন - আমেরিকান সম্পর্ক নিয়ে— পড়ে স্তম্ভিত।' ওই প্রবন্ধের তীব্র আক্রমণাত্মক মনোভাব সমর সেনের পছন্দ হয়নি। সমর সেন নিজে স্পষ্ট ভাষায় সত্য কথা বলতে ভালোভাসতেন, কিন্তু সত্য বলার আর আক্রমণ এক নয়। তাই ওই দিনই ডায়েরিতে লেখেন— আমাদের বিনয়ের নিতান্ত অভাব। এদের হাতে 'ফ্রন্টিয়ার' -এর ভার দিয়ে ছুটি নেবার কথা যে মাঝে মাঝে ভাবি সেটা কার্যকরী হবে না। অবশ্য ভবানীবাবুর মাথা অনেক ঠাণ্ডা, সামাল দিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।' যুক্তিনিষ্ঠঝা সমালোচনা আর আক্রমণ— এই দুইকে সমর সেন এক বলে আমার বিশ্বাস।' যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা আর আক্রমণ—এই দুইকে সমর সেন এক বলে মানতে পারেননি কোনোদিন। তা সে রাজনৈতিক বিষয়ে হোক বা সাহিত্য - সম্পর্কিতই হোক। গৌরীপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধটি হয়ত চীনের পরিবর্তনের সূত্রে রাজনৈতিক সমালোচনার উগ্রতার প্রকাশ। বহু আগে সরোজ দত্তর প্রবন্ধের জবাবে তিনি লিখেছিলেন— 'বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস.../ ..যে গালি-গালাজ, যে উগ্র বামপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালি সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।' (অতি আধুনিক বাংলা কবিতা)। আজকের পাঠক অবশ্য অবাক হবেন না আদৌ। বিশে, করে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক তর্কে রুচির যে অবনমন, যদিও কোনো ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে তাকে সমর্থন করা কঠিন। সমর সেনের রূচি নামেনি, তাই এত অস্বিস্তি, আপত্তি।

মাত্র সাড়ে চারমাসের ডায়েরি, তবুও এ-ডায়েরিটি সমর সেনকে বোঝার পক্ষে খুব মূল্যবান। বাইরের পৃথিবীর রাজনৈতিক আলোড়ন, আশা - হতাশার দোলাচল, আর পারিবারিক জীবনের কিছু অস্তিত্ব —এই অল্প কদিনের ডায়েরিতে সবই ধরা পড়ে। এখানে আছে প্রয়াত দাদার ঘরোয়া কথা, নাতনি বাণ্ডিল বা বৃন্দার মানসিক অস্থিরতা, মেয়ে বীথির ব্যবহার, তাদের মানসিক অশান্তির উল্লেখ। মিথ্যা কথা বলে বাণ্ডিলকে দাদু-দিদার কাছ থেকে সরিয়ে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন বীথি— তার ফলে নাতনির রাগ, অভিমান, মেয়ের রূঢ় চিঠি, নিজের অপরাধবোধ—ডায়েরিতে বারবার এইসব উল্লেখ। লিখছেন—'বাণ্ডিলের জন্য দুশ্চিন্তা বাড়ছে', 'আমাকে বাণ্ডিল ধরে নিয়েছে villain of the piece', 'আমরা বোধহয় 'শত্রুপক্ষ।' তারই সঙ্গে 'জলের কষ্ট, অফিসের লোডশোডিং, গরম। কিছু ভালো লাগছে না।' ভাবা যায় না। সমর সেন এভাবে নিজের প্রসঙ্গ লিখছেন। আবার স্ত্রী সম্পর্কে ঈষৎ অনুযোগ, কুকুরের লোম ছাঁটাতে পাঁচ টাকা খরচের ব্যাপারে। এ অন্য - এক সমর সেন—পারিবারিক সমস্যা, ভালোমন্দ নিয়ে যিনি বিচলিত। সম সেনের বাইরের পরিচয় কবিতার সূত্রে না হলেও, সাংবাদিকতার সূত্রে অনেকেরই জানা, কিন্তু ঘরোয়া সমর সেনকে, তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা উৎকণ্ঠাকে, আনন্দকে বোঝা যায় ডায়েরির এই কয়েকদিনের পাতাতে। এই সমর সেন আড্ডার বিবরণে লেখেন— 'সন্ধ্যেবেলায় অমলেন্দুর বাড়িতে, প্রদ্যোতের সঙ্গে। বেটোফেনের ভায়লিন

কনবের্তো—আবহসঙ্গীত।' (April 13, 1979)। তবে খুব অচেনা সমর সেন কি। 'এখানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হবে না কেন—এ নিয়ে অনেক বিদগ্ধ বাঙালি বিচলিত। যে সরকার হাসপাতালে ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না, তাদের সংস্কৃতিপ্রীতি বিস্ময়কর। মাঝে মাঝে মন্ত্রীদের কানকাটা মনে হয়।' (April 25, 1979)—এখানকার চলচ্চিত্র উৎসব, কবিতা উৎসব, কথাসাহিত্য উৎসব, সংগীত মেলা—এসব দেখলে কী লিখতেন সমর সেন! সন্দেহ নেই তিনি দূরদ্রষ্টা ছিলেন। আবার নিজের প্রসঙ্গে ঠাট্টাও আছে। ২৮ এপ্রিল মহাশ্বেতা দেবীর ৫২২ ব্লাড সুগার নিয়ে আদিবাসী আন্দোলনের খোঁজখবরের জন্য চক্রধরপুর যাওয়ার কথায় লিখেছেন 'অসম্ভব energy' তারপরই 'বিয়ের বার্ষিকী। মাড়িতে জ্বালা, কিছু কিনে আমার উৎসাহ হল না। তা ছাড়া টি.ভি.তে 'আঁধি''।' এই কৌতুক পাঠককে ধাক্কা দের বৈপরীত্যের সহাবস্থানে।

তার মানে এ নয় যে এ-ডায়েরি শুধুই তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তারই প্রকাশ। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরেই এসেছে, মরিচঝাঁপির উল্লেখ রয়েছে বেশ কয়েকবার, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। ব্যক্তি সমর সেনকে তো ফ্রন্টিয়ার - সম্পাদক থেকে আলাদা করা যায় না। যে সমর সেন লেখেন 'কাগজে চীন-ভিয়েতনাম সংঘর্ষের বার্তা। খবরটা মোটেই ভালো লাগল না— কয়েক বছর আগে যেসব ঘটনা অভাবনীয় মনে হতো, সেগুলি ঘটে চলেছে। ভিয়েতনাম ছোট দেশ, ক ফরাসি ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতি দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হয়েছে—epic সংগ্রাম। কিন্তু মস্কোর কব্জায় পড়লে গণ্ডগোল হতে বাধ্য। তবু 'taaching a lesson' শুনতে খারাপ লাগে।' (February 18, 1979)। তিনিই লেখেন 'Calculator নিয়ে Debsons -এ। হঠাৎ যন্ত্রটার প্রতি নিজের ঝোঁকের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।' (February 26, 1979)। অন্যত্র লিখছেন 'গরম রোদ্দুরে ঘোরাফেরায় উৎসাহ ও সাহস হয় না— যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। এ-ধরনের ভয় গত বছর থেকে হয়েছে।' (May 5, 1979)। কিংবা 'শরীর নিয়ে অতি সাধবান—সেটা কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়। Medical Encyclopadia পড়ার ফল কী?' (May 11, 1979) (ডায়েরিতে এই বানানই আছে।) সমর সেন কবি, সমর সেন দুধর্ষ রসম্পাদক সাংবাদিক, সমর সেন একজন ঘরোয়া মানুষ, যিনি পরিবারের সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামান, বন্ধুবান্ধবে সঙ্গে আড্ডায় জমে যান, বাজারদর, গরম, রাস্তাঘাটের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হন। 'বাবুবৃত্তান্ত'- এ তিনি লিখেছেন 'নিজের সংসারের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি একটা ঔদাসীন্য ছিল। কিছুটা অফিসের উদ্ভট সময়ের জন্য, বেশিটা স্বভাবদোষে।...আমার দুই বড়ো ভাই...গৃহস্থ হিসেবে আমার মতো আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না।' এখানে তার উল্টোটাই দেখা যায়, সংসারের কথা যথেষ্টই ভাবছেন তিনি। আর একটি ব্যাপার একটু মজার। যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কয়েকমাস আগেই 'বাবুবৃত্তান্ত' -এ লিখেছেন 'মানিকবাবুর পদ্মানদীর মাঝি ও পতুলনাচের ইতিকথা' অবিস্মরণীয়। তাঁর মতো নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেননি। ডায়েরি বলেই আর সম্পর্কে ২৬ এপ্রিল লিখছেন— 'পুতুলনাচের ইতিকথা' শেষকরলাম। যৌবনের সেই অভিভূত ভাব আর হল না। এটি কি করে বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি—বুঝতে পারলাম না।' 'বাবুবৃত্তান্ত'-র মন্তব্য শুধুই স্মৃতিনির্ভর তাহলে!

ডায়েরিতে একেবারে নিজের জন্য লেখা, চিঠিতে প্রাপকেরও একটা ভূমিকা থাকে। 'অপ্রকাশিত সমর সেন...' -এ আছে মেয়ে যূথিকাকে লেখা ১০২টি চিঠি। দু-একটি অবশ্য জামাইকে লেখা। এর আগে অনুষ্টুপ সমর সেন সংখ্যায় পুলক চন্দই সংকলিত করেছিলেন নানাজনকে লেখা সমর সেনের নানা চিঠি। কিন্তু এখানে সংকলিত চিঠিগুলির মূল্য আলাদা। কবি বা সম্পাদক বা সাংবাদিক নন, এখানে এক বাবা চিঠি লিখছেন তাঁর মেয়েকে। ডায়েরির পাঠক লেখক নিজেই, এখানে আছে অন্য একজনকে অবহিত করার কর্তব্যও। চিঠির পর চিঠি জুড়ে মেয়েকে নিয়ে চিন্তা, তাদের অদর্শনে মন খারাপ লাগার কথা, স্ত্রী অসুস্থতা, নিজের অসুস্থতা, বৃষ্টির জল জমায় দুর্ভোগের কথা, এমনকী শিখবিরোধী দাঙ্গায় সময় দিল্লিতে মেয়ে কেমন আছে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা। Ray Retrospective দেখার কথা জানিয়েই জুজুকে লিখছেন দ্বিতীয় শো রাত ৭-৪৫-এ শুরু, তাই 'বাণ্ডিল ফেরা না পর্যন্ত অস্বস্তি হয়।' এ স্নেহশীল, দায়িত্ববান মাতামহেই এই অস্বস্তিকে বাঙালি জীবনে খুব চেনা লাগে। যেমন লাগে একথা পড়ে— 'তোদের ওখানে কয়েকটা দিন খুব মনের শান্তিতে ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম। ফিরে এসে সইয়ে নিতে কয়েকদিন লাগবে। বেশ মন কেমন করছে সবায়ের জন্য। কবে আবার দেখা হবে সেই আশায় থাকবো।' (2.11.89)। আশ্চর্য নরম একটা মনকে ছোঁয়া যায় এখানে। যে-মন মেয়ের দিল্লি ছেড়ে কলকাতায় আসার সম্ভাবনায়, নানা জটিলতা সত্ত্বেও, লেখে, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের আর তোদের কপালে ভালো থাকলে আবার অন্তত একই শহরে থাকা যাবে। সেটা যে আমাদের পক্ষে কতো বড়ো কথা তোরা বুঝবি না...' (1.3.86)। সেই সঙ্গেই লেখা হয়, 'মেয়েদের বাড়ি ফেরার জন্য প্রতীক্ষা যে কতো শাস্তি আমরা জানি।' আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া - নেওয়া বাড়ি ভাড়া প্যায়া নিয়ে উৎকণ্ঠা, কখনো কখনো অসহায়ত্ব, যেমন 'আজকাল কেন জানি না, বেশির ভাগ সময়ে মন-মরা লাগে।' (6.2.87), আর 'বাণ্ডিলকে বিয়ের কথা এখন বলবো না। ...এদিকে আমাদের শারীরিক ও আর্থিক যা অবস্থা তাতে বিয়ের ব্যবস্থার কথা ভাবলেই অসহায় লাগে।' (24.2.87)। বাড়ির কাজের মেয়ে পূর্ণিমা বিয়ে করতে দেশে চলে যাওয়ার ব্যাপারে লিখছেন— '১৭ বছর পূর্ণিমা ছিলো, বেশ খাপার লাগছে।' (19.4.87)।

চুরাশির থেকে সাতাশিরর সময়সীমায় লেখা এই একশোর বেশি চিঠিতে পাওয়া যায় নিজের তথাকথিত ঔদাসীন্য ছেড়ে বেরিয়ে আসা একজন স্নেহপ্রবণ, উৎকণ্ঠা, ভালোমন্দর ভাবনায় বিচলিত এক মানুষকে। অসাধারণ সমর সেনের উল্টোপিঠে চেনা পরিধির এক পিতাকে, মাতামহকে, স্বামীকে, বন্ধুকে, পারিবারিক সদস্যকে, মধ্যশ্রেণীর নানা ভণ্ডামিকে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন যিনি, মধ্যবিত্ত জীবনধারার মাঝে তিনিই কী করে বাঁচিয়ে রাখেন জীবনের সহজ কিছু মূল্যবোধ, প্রতিকূলতা ও ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিশোকদুঃখ সামলে, তার একটা বড়ো নিদর্শন এই চিঠিগুলি।

এই যে সমর সেনকে নিয়ে এত কথা বলা গেল, তা সম্ভব হলো, সম্পূর্ণই সম্পাদক পুলক চন্দর কাজের সুবাদে। কী করে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, 'বাবুবৃত্তান্ত', বা ডায়েরি বা চিঠিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পরিচয় জোগাড় করেছেন, নানা ঘটনার সন্ধান দিয়েছেন এই বইয়ে, এই 'আত্মকথা' 'ডায়েরি', 'চিঠি'কে ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। 'অনুষ্টুপ সমর সেন' সংখ্যাতেই তাঁর সম্পাদকীয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, এবারের বোঝা গেল সংগৃহীত উপাদানকে

কীভাবে সাজিয়ে তুলতে হয়। যেন জুজুকে লেখা সমর সেনের চিঠির প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে তিনি বারেবারেই সাজিয়ে দিয়েছেন সুলেখা সেনের চিঠির অংশ, শুধু পরিপূরক নয়, তা প্রসঙ্গগুলিতে অন্য আলো্য ফেলেছে অনেক সময়। আর এত বিরাট কাজ বলেই দু-একটি খট্‌কাডড্টজ্র ধাতৃন্দ্রক্কঞ্চ ঘ্নগ্ন ঞ্চ ৫ঞ্চ {ক্টি + ত ঙ্মঙ্ম ধ .গ্ন ঞ্চ ক্স২০১১০৭২৮-২০১১০৭২৯ক্সডড(বক্সুক্রস///ঙক্স/এঞ্জনু২০দ্র[ত্রএ/টত্রত্দ্রত্রত্রতওঞ্চখঞ্জৎখত্রত১৭৪২দ্নবত্নকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দ ক্দ ক্দ ক্দ ক্দডড্টজ্র ক্খ[ক্ঞ্চ টু ঞ্চ ৫০ঞ্চ {ক্টি + ত ঙ্মঙ্ম ধ .গ্ন০ঞ্চ ক্স২০১১০৭২৮ ০১১০৭২৯ক্সডড(বক্সুক্রস///ঙক্স/এঞ্জনু২০দ্র[ত্রএ/টত্রত্দ্রত্রত্রতওঞ্চখঞ্জৎখত্রত১৭৪১দ্নবত্নকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দ ক্দকন্দকন্দডড্টজ্র ঙ্কক্স্ঞ্চঙ্মদুডঞ্চ৭ঞ্চ {Q´´´´´´h´´´p´--´´´ধ .গ্ন৭ঞ্চধ ক্দক্স২০১১০৭২৮-২০১১০৭২৯ক্স (বক্সুক্রস///ঙক্স/এঞ্জনু২০দ্র[ত্রএ/টত্রত্দ্রত্রত্রতওঞ্চখঞ্জৎখত্রত১৭৪০দ্নবত্নকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দকন্দ ক্দ ক্দহবে। একথা জানিয়েছেন ক্রসম্যান তাঁর ভূমিকায়, আর জানিয়েছেন ‘We were not tin the least interested either in swelling the flood of anti - Communist propaganda or in providing an opportunity of personal apologetics.’ স্পেণ্ডর ছাড়া এ বিইয়ের অন্য লেখকরা হলেন, আন্দ্রে জিদ, রিচার্ড রাইট, ইননাজিও সিলোন, আথার কোয়েসলার ও লুই ফিশার। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এর ডায়েরিহর সূত্রে বলা হয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর কভি হাউসকে বলা হতো ‘হাউস অব লর্ডস আর কলেড স্ট্রিটের কফি হাউসের দুটি অংশের নাম ছিল এদুটি। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ -রে ডায়েরিতে ‘জনঅরণ্য’-র উল্লেখ আছে। সে-প্রসঙ্গে পুলক ‘ফ্রন্টিয়ার’-এ সোমশ্বের ভৌমিক কৃত সমালোচনার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু উদ্ধৃতি দিয়েছেন অ্যান্ডু রবিনসনের এই বই থেকে। ফ্রন্টিয়ারের পাতায় বেরোনো সমালোচনার সামান্য পরিচয়ই বোধহয় এখানে মাননসই হতো। জন অরণ্য নিয়ে সমর সেনের নিজের মতও তো লিপিবন্ধ আছে। আর ইঙ্গমার বার্গম্যান জার্মান নন, সুইডেনের চিত্রপরিচালক।

আসলে পুলকের কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাতে এই সামান্য ত্রুটিগুলোও চোখে লাগে। আর এই ত্রুটি এড়িয়ে পাঠক মুখোমুখি হন দক্ষ সম্পাদনা সূত্রে পাওয়া এক সমর সেনের, কিছুটা চেনা অনেকটা অচেনা যে সমর সেনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই। তবে এ তো পুলক চন্দর ভালোবাসর কাজ; অনুমান হয় সে-কাজ এখনো শেষ হয়নি। সমর সেন আবারও তাঁর হাত ধরে আবিষ্কৃত হবেন। আর আমরা বিষণ্ণ নাবিকের গানের সঙ্গে জেনে নেব’ ...নির্জন ঘরে এসেছে দিগন্তের গান।’